গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৪.২০২০-২৮৫ তারিখঃ ১৪.০৭.২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ এর ১ম সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি: কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব(জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি করোনা ভাইরাস ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিক নির্দেশনা বাস্তবায়ন, উদ্ভুত নতুন পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও কোভিড-১৯ চিকিৎসা ব্যবস্থা বেসরকারি পর্যায়ে সম্প্রসারনে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। এ বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের আলোচনায় অংশগ্রহনের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

২। সভায় জনাব মোঃ সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ) সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ঢাকা সিটি করর্পোরেশন এলাকায় পশুর হাট কিভাবে ব্যবস্থাপনা হবে সে, বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করর্পোরেশন কাজ করছে এবং উত্তর সিটি করর্পোরেশন এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহন করেন নাই। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর টেস্ট বৃদ্ধি এবং চিকিৎসার পরিধি বাড়াতে হবে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। তিনি আরো বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি সকল বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড-ননকোভিড সবধরনের রোগীর চিকিৎসা প্রদান আবশ্যক। মন্ত্রণালয় হতে কিছু কৌশল অবলম্বন করা জরুরী। বেসরকারি হাসপাতালগুলো চিকিৎসা সেবা দিতে অনিহা প্রকাশ করলে প্রয়োজনে তাদের লাইসেন্স বাতিল করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৩। সভাপতি সভায় বলেন, সরকারি-বেসরকারি সকল হাসপাতালে ভিজিলেন্স বাড়াতে হবে। কমিটির সকল সদস্যকে অন্ততঃপক্ষে ঢাকা মহানগরের কমপক্ষে একটি করে হাসপাতালের সাথে সংযুক্ত করে মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানিয়েছেন ঈদুল আযহা উপলক্ষে পশুর হাট ব্যবস্থাপনা, পশু ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অনুসরনীয় একটি গাইড লাইন প্রস্তুতের জন্য। সে বিষয় ইতোমধ্যে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে কাজ করছে বলে তিনি সকলকে অবিহিত করেন। কমিটির সদস্যদের নিয়ে কমিটির কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য WhatsApp group গঠন করা যেতে পারে। সভার সদস্যগণ কমিটিতে বিভিন্ন সংস্থার কয়েকজন কর্মকর্তাকে অন্তভূর্ক্ত করার পক্ষে মত দেন। সভাপতি তাঁদের সাথে একমত পোষন করে বলেন, কমিটিতে মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক, সিএমএসডি, পরিচালক, আইইডিসিআর (সদস্য সচিব টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি), জনাব আহমেদ লতিফুর হোসেন, সিস্টেম এনালিষ্টকে অন্তভূর্ক্ত করে কমিটি পুনঃগঠন করা যেতে পারে। এছাড়াও, তিনি এই কমিটিতে কাজ করার জন্য জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপসচিবকে এবং একজন অফিস সহায়ককে Co-opt করা যেতে পারে।

৪। বেগম উম্মে সালমা তানজিয়া, যুগ্মসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা) বলেন, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং এবং অধিশাখার মধ্যে কাজের আরো সমন্বয় প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে কমিটির সদস্যদের নিয়ে Zoom কনফারেন্স করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ডাক্তার, নার্স, ও স্বাস্থ্যকর্মীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীর মৃত্যুতে এ বিভাগ হতে শোকবার্তা জানানো যেতে পারে।

৫। জনাব মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অনুবিভাগ), বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সমন্বয় করে একত্রে কাজ করা প্রয়োজন এবং এ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বয় আরো বৃদ্ধি করা দরকার। তিনি আরো বলেন-

- কোভিড-১৯ এর test এর বিষয়ে এ বিভাগের সুপারভিশন করা প্রয়োজন।
- বেসরকারি হাসপাতালের অরাজকতা দূরীকরণের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

৬। বেগম শাহিনা খাতুন, যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। Covid-19 এর টেস্টের কোয়ালিটি, টেস্টের প্রক্রিয়া, টেস্টের সংখ্যা ইত্যাদি সমন্বয় করে গাইড লাইন তৈরি করা দরকার। তিনি আরও বলেন, 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবা' খসড়া আইন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে; দ্রুত আইনটি অনুমোদিত হলে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা আরো সহজতর হবে।

৮। জনাব সোলেমান খান, অতিরিক্ত সচিব (আইন অনুবিভাগ) বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল এসোসিয়েশনের সাথে সমন্বয় করে Motivation এর মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন কোভিড-১৯ এর এবং টেস্টিংয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং test এবং রিপোর্ট প্রদানের সময়ের gap কমাতে হবে।

৯। জনাব শেখ মুজিবর রহমান, অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন অনুবিভাগ) বলেন- Test এর পরিধি বাড়াতে হবে। ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা মৃত্যুবরন করেছেন তাদের তালিকা তৈরী করা প্রয়োজন। Covid-19 এর পাশাপাশি Non Covid রোগীদের চিকিৎসা সকল হাসপাতালকে দিতে হবে।

১০। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, কমিটি বেসকারি হাসপাতাল এসোসিয়েশন এর সাথে সভা করে মত বিনিময় করতে পারেন বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায়।

১১। বেগম রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য অনুবিভাগ) বলেন, কোভিড-১৯ টেস্ট, চিকিৎসার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

১২। জনাব মুহিবুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল অনুবিভাগ) বলেন, প্রাইভেট সেক্টর এ করোনার test ফি নির্ধারন করা দরকার এবং তা নিয়মিত মনিটরিং করা দরকার। কমিটির প্রয়োজনে Technical বিষয়ে সহযোগীতা প্রদানের জন্য একটি Technical কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

১৩। সভায় বিস্তারিত আলোচানায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিচালক, আইইডিসিআর (সদস্য সচিব টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি), এবং পরিচালক, সিএমএসডি এবং সিস্টেম এনালিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অন্তভূকর্ক্ত করে কমিটি পুনঃগঠন করা যেতে পারে। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, উপসচিবকে কমিটিতে Co-opt করা যেতে পারে। এছাড়াও, কমিটিতে কাজ করার জন্য একজন অফিস সহায়ককে জরুরী ভিত্তিতে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনা সমূহ সমন্বয়ের জন্য Focal point হিসাবে যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)-কে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
গ) Covid-19 বিষয়ে জেলা ও বিভাগ হতে প্রতিবেদন সংগ্রহের নিমিত্ত নতুন ছকে রিপোর্ট দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা যেতে পারে।
ঘ) মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ হতে কোভিড-১৯ এবং ননকোভিড রোগীদের বিষয়ে যে সকল দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই দিক-নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে অতিরিক্ত সচিব (আইন)-কে নিয়মিত ফলোআপ করার এবং তা নিয়মিত কমিটিতে উপস্থাপন করার দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।
ঙ) কোভিড-১৯ আক্রান্ত সকল ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর তালিকা দ্রুত প্রণয়ন করা যেতে পারে। একই সাথে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা আক্রান্ত তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে তা নিয়মিত Update করা যেতে পারে। বিষয়টি ফলোআপ করবেন হাসপাতাল অধিশাখার যুগ্মসচিব বেগম উম্মে সালমা তানজিয়া।
চ) Sample collection, test এবং রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সকল জটিলতার নিরসন করার জন্য এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়মিত সহায়তা প্রদান করবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট লাইন ডাইরেক্টর।
ছ) কোভিড-১৯ আক্রান্ত মৃত্যুবরণকারী ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ কর্মকর্তাদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে শোকবার্তা প্রদান করা যেতে পারে।
জ) সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করে নিয়মিত হাসপাতাল মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে। প্রশাসন অধিশাখা কর্তৃক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব বন্টন করা যেতে পারে। কমিটি বেসরকারি হাসপাতাল এসোসিয়েশন এর সাথে মত বিনিময় সভা করে বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে বর্তমান অবস্থায় জনমানবের সেবা প্রদানে আরো মানবিক হওয়ার অনুরোধ করা যেতে পারে এবং একটি কৌশল অবলম্বন করতে পারে।

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত
তারিখঃ ০৭.০৭.২০২০ খ্রিঃ
(কাজী জেবুন্নেছা বেগম)
অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য অনুবিভাগ)
ও সভাপতি, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যার্থেঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৩। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-সচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

নি.নাজনীন ১৪/৭/২০২০.
(নিলুফার নাজনীন)
যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য) ও সদস্য সচিব
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ
এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরার লক্ষে গঠিত
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গ্রুপ